গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

এবং

সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

০১ জুলাই ২০১৮ হতে ৩০ জুন ২০১৯

C:\Users\tareqbd\Desktop\05.06.2018 APA.docx

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা
০১	প্রস্তাবনা/উপক্রমনিকা...	৩
০২	অধিদপ্তরের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৪
০৩	সেকশন ১ : অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি...	৫
০৪	সেকশন ২ : অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যকমের চুড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)......	৬
০৫	সেকশন ৩ : কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ.......	৭-৯
০৬	অঙ্গীকার নামা	১০
০৭	সংযোজনী ১ : শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms)...	১১
০৮	সংযোজনী ২ : কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর এবং পরিমাপ পদ্ধতি...............	১২-১৩
০৯	সংযোজনী ৩ : কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্য মন্ত্রণালয় বিভাগ/দপ্তরের উপর নির্ভরশীলতা...	১৪

উপক্রমণিকা (Preamble)

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পক্ষে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

এবং

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর মধ্যে ২০১৮-২০১৯ সালের এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ বর্ণিত বিষয়সমূহে সম্মত হ'ল।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্ম সম্পাদনের সার্বিকচিত্র ঃ

(Overview of the performance of the Department of Narcotics Control)

গত ০৩(তিন) বছরের প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকের অপব্যবহার ও পাচার রোধকল্পে নোডাল এজেন্সি হিসেবে কাজ করছে। মাদকের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচারের ফলে দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিদেশে পাচার হয়। মাদক দেশের যুব সমাজের প্রতিভা বিকাশে প্রধান অন্তরায়। মাদক নির্মূলের সাথে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি যোগসূত্র রয়েছে। মাদক সমস্যার বহুমুখীতা ও বহুমাত্রিকতার কারণে মাদক বিরোধী কার্যক্রমে নিয়োজিত সকল সরকারি সংস্থা ও কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের অংশগ্রহণ অত্যন্ত প্রয়োজন। মাদক বিরোধী আন্দোলনকে পরিবার ও ব্যক্তি পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে পারলে এক্ষেত্রে আশানুরূপ সফলতা অর্জন করা সম্ভব হবে।

অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী মোট জনবল ১৭০৬। দেশের প্রতিটি জেলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যালয়/অফিস রয়েছে। এছাড়া ০৮(আট)টি বিভাগের প্রতিটিতে বিভাগীয় কার্যালয়, ০৬(ছয়)টি বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় এবং ০৪(চার)টি বিভাগীয় শহরে সরকারি নিরাময় কেন্দ রয়েছে। ০১(এক)টি স্থলবন্দর, ০২(দুই)টি সমুদ্র বন্দর এবং ০১(এক)টি বিমানবন্দরে সার্কেল অফিস রয়েছে। ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য বেড সংখ্যা ৫০(পঞ্চাশ) থেকে ১০০(একশ) শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, চট্রগ্রাম ও বরিশালে ০৩(তিন) টি বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২৩.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪তলা বিশিষ্ট বহুতল ভবন নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। অধিদপ্তরের ১৫৬০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ৮৬ কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অধিদপ্তরের ওয়াকিটকি নেটওয়ার্কের আওতায় আনার জন্য ঢাকায় ০১(এক)টি টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে। ৩৮৮টি ওয়াকিটকি ক্রয় করা হয়েছে। কক্সবাজারে টেকনাফেও ০১(এক)টি টাওয়ার স্থাপন করা হয়েছে। অধিদপ্তরের এনফোর্সমেন্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইউনিফর্ম প্রদান করা হয়েছে। অধিদপ্তরের কার্যক্রম জোরদার করণের লক্ষ্যে ১২(বার)টি ডাবল কেবিন পিক-আপ, ০৩(তিন)টি কার এবং ০১(এক)টি মাইক্রোবাস ক্রয় করা হয়েছে। প্রধান কার্যালয়সহ সকল বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ে ইন্টারনেট সংযোগসহ প্রয়োজনীয় কম্পিউটার ও সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর দেশে মাদকের বিস্তার রোধ ও নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসব কার্যক্রমের মধ্যে বিগত ০৩(তিন) বছরে মাদক বিরোধী ১,০৬,৬৮২টি অভিযান পরিচালনা করে ৩১,৯৩৩টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ৩৪,৪১৬ জন মাদক অপরাধীকে গ্রেফতারসহ মোট ১,৪৪,৫৬,৫২০/- টাকা জরিমানা বাবদ আদায় করা হয়েছে। একইসাথে ৫৮,৫৩,৪০৯ পিস ইয়াবা, ২১,৫৭,৫৭৮ বোতল ফেন্সিডিল, ৩৯.১৭১ কেজি হেরোইন এবং ১২,০৪০ কেজি গাঁজাসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য বিপুল পরিমাণে জব্দ করা হয়েছে। এছাড়া মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৪০,৬৯০টি অভিযান পরিচালনা করে ১৯,৯০৮টি মামলায় মোট ২০,৪৫৯ জন আসামীকে বিভিন্ন মেয়াদে তাৎক্ষনিকভাবে সাজা প্রদান করা হয়েছে। মাদক বিরোধী প্রচারণামূলক কাজ সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। প্রচারণার অংশ হিসেবে ১৯,২২,১১৯ টি লিফলেট, ৩,৫৬,৫২১ টি পোষ্টার, ৩৩৮২ টি শর্টফিল্ম এবং ১৯,৮৮০ টি সভা-সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। মাদকাসক্তদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকারি পর্যায়ে ৩৭,০০৭ জন এবং বেসরকারি পর্যায়ে ২৬,৯৭৬ জন মাদকাসক্ত রোগীকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বিজিবি, পুলিশ, র‌্যাব, কাস্টমস্ ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলায় ১,৬১,৭৩৩টি নমুনা অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে পরীক্ষাপূর্বক রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে।

SDG (Sustainable Development Goal)

জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' চূড়ান্ত করা হয়েছে যার মধ্যে একটি দেশের দারিদ্র নিরসনসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে **SDG** লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে মাদক সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা অতীব জরুরী।

সমস্যা ও চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

মাদক অপরাধ দমনে পেশাগত এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতার সমম্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে মাদকের চাহিদা, সরবরাহ ও ক্ষতি হ্রাসের বিকল্প নেই। পাশাপাশি মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা এবং মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্টে নিয়োজিতদের নিরাপত্তা, প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রণোদনা নিশ্চিত করা।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশের সকল মানুষের কাছে মাদকের কুফল জানানোর মাধ্যমে এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা। মাদকাসক্তদের কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে যেকোন ভাবে মাদকের অবৈধ অনুপ্রবেশ ও অপব্যবহার বন্ধ করা। মাদক অপরাধ দমনে গোয়েন্দা কার্যক্রম জোরদারের মাধ্যমে মাদক বিরোধী অভিযান সফল ও জোড়দার করা।

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ ঃ

- মাদক অপরাধ রোধকল্পে ৩৩০০০টি অভিযান পরিচালনা করা হবে এবং সকল সাক্ষীদের সাক্ষ্য প্রদান নিশ্চিত করা হবে।
- প্রতি মাসে মাসিক বুলেটিন ও প্রতি বছরে বার্ষিক প্রতিবেদন(**Annual Report**) প্রকাশ নিশ্চিত করা হবে।
- গোয়েন্দা নজরদারী বৃদ্ধির মাধ্যমে মাদকের ৩০০টি স্পট চিহ্নিত করা হবে।
- এনফোর্সমেন্টে নিয়োজিতদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা হবে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কারাগার ও অন্যান্য স্থানে মোট ৬৮৪০টি মাদক বিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
- সরকারি ও বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ২৩৫০০ মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা প্রদান করা হবে।
- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অধীন সরকারি, নিবন্ধিত বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে সেবা প্রদানকারীদের এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারসহ মোট ৪০০ জনকে ইকো ট্রেনিং প্রদান করা হবে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং প্রধান কার্যাবলি।

১.১ রূপকল্প(Vision) ঃ

মাদকাসক্তি মুক্ত বাংলাদেশ গড়া।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission)ঃ

দেশে মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধে এনফোর্সমেন্ট ও আইনী কার্যক্রম জোরদার এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে দেশে মাদকের অপব্যবহার কমিয়ে আনা।

১.৩. কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ((Strategic Objectives) ঃ

১.৩.১ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

১. মাদকবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ।
২. মাদকের অনুপ্রবেশ বন্ধের মাধ্যমে সরবরাহ হ্রাসকরণ।
৩. মাদকাসক্তদের চিকিৎসার মাধ্যমে ক্ষতি হ্রাসকরণ।
৪.মানব সম্পদ উন্নয়ন।

১.৩.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

১. দক্ষতার সাথে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।
২. শুদ্ধাচার ও নৈতিকতা চর্চার উন্নয়ন।
৩. তথ্য অধিকার ও স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ।
৪. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রমকে ডিজিটাইজেশনের আওতাভুক্তকরণ।

১.৪ কার্যাবলী (Functions) ঃ

১. মাসিক বুলেটিন প্রকাশ।

২. মাদকবিরোধী প্রচারণা, লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ।

৩. মাদকবিরোধী শর্ট ফিল্ম প্রদর্শন।

৪. ইলেকট্রনিক্স ও প্রিন্ট মিডিয়ায় মাদকবিরোধী আলোচনা ও প্রচার সম্প্রসারণ।

৫. শিক্ষা কারিকুলামে মাদক সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তররণ।

৬. মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও তদূর্ধ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম।

৭. কারাগারসমূহে মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম।

৮. মাদক পাচার প্রতিরোধে অভিযান পরিচালনা।

৯. নিয়মিত মামলা রুজুকরণ।

১০. গোয়েন্দা নজরদারী বৃদ্ধির মাধ্যমে রুট ও স্পট চিহ্নিতকরণ।

১১. মাদক পাচারকারী, ব্যবসায়ী ও মজুদদারীদের তালিকা প্রস্তুতকরণ।

১২. বিভাগীয় পর্যায়ে নিরাময় কেন্দ্র চালুকরণ।

১৩. ইউনিভার্সেল ট্রিটমেন্ট কারিকুলাম অনুযায়ী চিকিৎসক বিশেষজ্ঞ, কাউন্সিলর ও মনোবিজ্ঞানীদের প্রশিক্ষণ নিশ্চতকরণ।

১৪. সকল জেলায় বেসরকারী নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন।

১৫. দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান।

১৬. পোষাক ও ওয়াকিটকি সরবরাহ।

১৭. ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ/উন্নয়ন।

১৮. কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার আধুনিকীকরণ।

১৯. প্রিকারসর কেমিক্যালসসহ অন্যান্য লাইসেন্সীদের সেবা প্রদান ।

সেকশন-২

কার্যক্রমসমূহের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact)

আউটকাম (Outcome)	কর্মসম্পাদন (Performance Indicator)	একক (Unit)	ভিত্তি বছর ২০১৬-১৭	প্রকৃত * ২০১৭-১৮	লক্ষ্যমাত্রা ২০১৮-১৯	প্রক্ষেপন		অধিদপ্তরের নির্ধারিত প্রমাপ অর্জনের ক্ষেত্রে যৌথভাবে দায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থাসমূহের নাম	উপাত্তসূত্র
						২০১৯-২০	২০২০-২১		
মাদকের অপব্যবহার হ্রাস	মাদকাসক্ত হ্রাসের হার	%	০.৬৪	০.৭৫	১.০০	১.২৫	১.৭৫	আইন ও বিচার বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন, সুভ্যেনির ও বার্ষিক প্রতিবেদন, অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট, বিভিন্ন গবেষণালব্ধ তথ্য, মিডিয়া ইত্যাদি। **(www.dnc.gov.bd)**
মাদকের অপব্যবহাররোধে জনসচেতনা বৃদ্ধিকরণ	বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সচেতন জনগোষ্ঠি	জনসংখ্যা	২০ লক্ষ	২২ লক্ষ	২৫ লক্ষ	৩০ লক্ষ	৪০ লক্ষ	শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীয়া মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন, সুভ্যেনির ও বার্ষিক প্রতিবেদন, অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট, বিভিন্ন গবেষণালব্ধ তথ্য, মিডিয়া ইত্যাদি। **(www.dnc.gov.bd)**

সেকশন-৩

কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ।

কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/ক্রাইটেরিয়া মান ২০১৮-১৯ (Target/Criteria Value for FY2 2017-2018)					প্রক্ষেপন (projection) 2019-2020	প্রক্ষেপন (projection) 2020-2021
						২০১৬-২০১৭	২০১৭-২০১৮*	অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতি মানের নিম্নে ৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;	৯	(১.১) প্রশিক্ষণ	(১.১.১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ একাডমী প্রকল্প একনেকে অনুমোদন।	%	২	-	-	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০	১০০
		(১.২) প্রকল্প গ্রহন	(১.২.১) ০৭টি বিভাগীয় শহরে মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র প্রকল্প একনেকে অনুমোদন	%	৩	-	-	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০	১০০
		(১.৩) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কার্যক্রমে সমন্বয় সাধন	(১.৩.১) অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিন পরিদর্শন	সংখ্যা (পরিদর্শন)	৪	-	৬৬	১৭৫	১৭২	১৬৯	১৬৫	১৬০	১৮০	১৯০
২. মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের অপব্যবহার রোধকরণ	২৪	(২.১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সংশোধনাগারে মাদকবিরোধী প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা।	(২.১.১) মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৭	৩৯৮০	২২৩০	৩০০০	২৮০০	২৭০০	২৫০০	২২৩০	৩১০০	৩২০০
			(২.১.২) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৪	৩৫৯	৬০৯	৬৫০	৬৪০	৬৩০	৬২০	৬০৯	৬৭৫	৭০০
			(২.১.৩) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম	প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	৬	৫৮৮	২৬৩	৩৫০	৩৪০	৩৩০	৩০০	২৬৩	৩৭৫	৪০০
			(২.১.৪) কারাগারসমূহে পরিচালিত মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম	সংখ্যা	২	১০৬	১৪৫	১৮০	১৭৮	১৭৬	১৭৪	১৫০	১৯০	২০০
		(২.২) মাদকবিরোধী সভা ও সেমিনার আয়োজন	(২.২.১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কারাগার ব্যতীত অন্যান্য মাদকবিরোধী সভা ও সেমিনার।	সংখ্যা	৫	৪১২	২৫৮৩	২৬৬০	২৬৪০	২৬২০	২৬০০	২৫৮৩	২৭০০	২৭৫০
৩. মাদক সরবরাহ হ্রাস	২৪	(৩.১) মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা।	(৩.১.১) পরিচালিত অভিযান	সংখ্যা	৭	২৫২০১	৩২০৯০	৩৩০০০	৩২৯০০	৩২৮০০	৩২৭০০	৩২৫০০	৩৩৫০০	৩৪০০০
			(৩.১.২) রুজুকৃত মামলা	সংখ্যা	৫	৭০৯৬	৯৫৬৬	১১০০০	১০৬০০	১০২০০	৯৯০০	৯৭৯৮	১২৫০০	১৩৫০০
			(৩.১.৩) আটককৃত আসামী	সংখ্যা	৩	৭৬৮৭	১০৫৩৭	১১৫০০	১১৩০০	১১২০০	১১১০০	১১০০০	১২০০০	১৩০০০
			(৩.১.৪) মাদক বিরোধী অভিযান মূল্যায়নের জন্য বিভাগে আয়োজিত পরিবীক্ষণ সভা।	সংখ্যা	৪	-	১৮	৩২	৩০	২৮	২৬	২৪	৩৬	৪০
		(৩.২) গোয়েন্দা নজরদারী বৃদ্ধির মাধ্যমে মাদকদ্রব্য সরবরাহের স্পট চিহ্নিতকরণ	(৩.২.১) মাদক স্পট চিহ্নিতকরণ	সংখ্যা	৫	৩৭৫	২১০	৩০০	২৯০	২৮০	২৭০	২৫০	২৭৫	২৫০
৪. মাদকের ক্ষতি হ্রাস ও মাদকাক্ত চিকিৎসা	১৮	(৪.১) মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা প্রদান।	(৪.১.১) সরকারি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা প্রদানকৃত মাদকাসক্ত ব্যক্তি	সংখ্যা	৭	৯৭০৭	১১৬৭১	১৪০০০	১৩৮০০	১৩৬০০	১৩৪০০	১৩২০০	১৫০০০	১৬০০০
			(৪.১.২) বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা প্রদানকৃত মাদকাসক্ত ব্যক্তি	সংখ্যা	৬	৬৯৪২	৮২৯৮	৯৫০০	৯৩০০	৯২০০	৯১০০	৯০০০	১০০০০	১১০০০
			(৪.১.৩) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অধীন সরকারি, নিবন্ধিত বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে সেবা প্রদানকারীদের এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের ইকো ট্রেনিং	সংখ্যা	৫	২০৩	২৩৫	৪০০	৩৬০	৩২০	২৮০	২৫০	৪৪০	৪৮০

দপ্তর/সংস্থার আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ
(মোট নম্বর -২৫)

কলাম-১	কলাম-২	কলাম-৩	কলাম-৪		কলাম-৫	কলাম-৬				
কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicator)	লক্ষ্যমাত্রার মান-২০১৮-১৯				
						অসাধারণ (Excellent)	অতি উত্তম (Very Good)	উত্তম (Good)	চলতি মান (Fair)	চলতি মানের নিম্নে (Poor)
						১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%
দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	৪	২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে খসড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি দাখিল	নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে খসড়া চুক্তি মন্ত্রণালয়/ বিভাগে দাখিলকৃত	তারিখ	.৫	১০ এপ্রিল	১৫ এপ্রিল	১৮ এপ্রিল	২২ এপ্রিল	২৫ এপ্রিল
		মাঠ পর্যায়ে কার্যালয়সমূহের সঙ্গে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ।	নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত	তারিখ	১	১৪ জুন	১৮ জুন	১৯ জুন	২০ জুন	২১ জুন
		২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল।	নির্ধারিত তারিখে মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত ।	তারিখ	১	১৬ জুলাই	১৮ জুলাই	১৯ জুলাই	২২ জুলাই	২৩ জুলাই
		২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	.৫	৪	৩	-	-	-
		২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল।	নির্ধারিত তারিখে অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত।	তারিখ	১	১৪ জানুয়ারি	১৬ জানুয়ারি	২০ জানুয়ারি	২১ জানুয়ারি	২২ জানুয়ারি
কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন	১০	ই- ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	ই- ফাইলে নথি নিস্পত্তিকৃত	%	১	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০
		ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিত করা	ইউনিকোড ব্যবহার নিশ্চিতকৃত	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০
		পিআরএল শুরুর ২ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন যুগপৎ জারি নিশ্চিতকরণ	পিআরএল ও ছুটি নগদায়ন যুগপৎ জারিকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	-	-
		সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদান	প্রকাশিত সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সেবা প্রদানকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০
		অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	নিস্পত্তিকৃত অভিযোগ	%	১	৯০	৮০	৭০	৬০	৫০
		সেবার মান সর্ম্পকে সেবা গ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালু করা	সেবার মান সর্ম্পকে সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা চালুকৃত	%	১	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০

		দপ্তর/ সংস্থায় কমপক্ষে দুইটি অনলাইন সেবা চালু করা।	কমপক্ষে দুইটি অনলাইন সেবা চালুকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	-	-
		দপ্তর/ সংস্থার কমপক্ষে তিনটি সেবা প্রক্রিয়া সহজীকৃত	কমপক্ষে তিনটি সেবা প্রক্রিয়া সহজীকৃত	তারিখ	১	৩১ ডিসেম্বর	৩১ জানুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	১৪ মার্চ	-
		দপ্তর/ সংস্থা ও অধীনস্থ কার্যলয়সমূহের উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও **Small Improvement Project (SIP)** বাস্তবায়ন	উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও **SIP** সমূহের ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত	তারিখ	১	০৩ জানুয়ারি	১০ জানুয়ারি	১৭ জানুয়ারি	২৪ জানুয়ারি	৩১ জানুয়ারি
			উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও **SIP** রেপ্লিকেটেড	সংখ্যা	১	২৫	২০	১৫	১০	-
আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৫	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০
		স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা প্রস্তুত করা	স্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা	তারিখ	১.৫	০৩ ফেব্রুয়ারি	১৭ ফেব্রুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	২৮ মার্চ	১৫ এপ্রিল
			অস্থাবর সম্পত্তির হালনাগাদ তালিকা	তারিখ	১.৫	০৩ ফব্রুয়ারি	১৭ ফেব্রুয়ারি	২৮ ফেব্রুয়ারি	২৮ মার্চ	১৫ এপ্রিল
		দপ্তর/সংস্থায় কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ করা	কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগকৃত ও ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১	১৫ অক্টোবর	২৯ অক্টোবর	১৫ নভেম্বর	২৯ নভেম্বর	১৩ ডিসেম্বর
দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন	৩	সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন	প্রশিক্ষণের সময়	জনঘন্টা	১	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০
		জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন	২০১৭-১৮ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কাঠামো প্রণীত ও দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৫ জুলাই	৩১ জুলাই	-	-	-
			নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যে ত্রৈমাসিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪	৩	-	-	-
তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন	৩	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত	%	১	১০০	৯০	৮৫	৮০	৭৫
		স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ	স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশিত	%	১	১০০	৯০	৮৫	৮০	৭৫
		বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ	বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১	১৫ অক্টোবর	২৯ অক্টোবর	১৫ নভেম্বর	২৯ নভেম্বর	১৩ ডিসেম্বর

অঙ্গীকার নামা

আমি মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-এর প্রতিনিধি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রতিনিধি সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর-এর নিকট অঙ্গীকার করছি যে, এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত ঃ

মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

১০-৬-২০১৮
তারিখ

সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

১০.৬.১৮
তারিখ

সংযোজনী-১

শব্দসংক্ষেপ

(Acronyms)

ক্রমিক নম্বর	আদ্যক্ষর	পূর্ণ বিবরণ
০১.	মানিঅ	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
০২.	**DNC**	**Department of Narcotics Control**

সংযোজনী-২

কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংস্থা এবং পরিমাপন পদ্ধতি এর বিবরণ ঃ

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	বিবরণ	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা/দপ্তর/শাখা	পরিমাপ পদ্ধতি	উপাত্তসূত্র	সাধারণ মন্তব্য
১. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের . প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।	(১.১) প্রশিক্ষণ	প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা	পরিচালক (প্রশাসন)	প্রশিক্ষণের সংখ্যার ভিত্তিতে।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
	১.২ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন	অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহ সরেজমিনে পরিদর্শন।	পরিচালক (সকল)	পরিদর্শনের সংখ্যার ভিত্তিতে ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সংশোধনাগারে মাদকবিরোধী প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা।	(২.১) মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম।	মাদকের অভিশাপ থেকে বর্তমান প্রজন্মকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী বিভিন্নপ্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।	পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা)	মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রমের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয় ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
	(২.২) উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম।	মাদকের অভিশাপ থেকে বর্তমান প্রজন্মকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেউচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী বিভিন্নপ্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।	পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা)	উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রমের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয় ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
	(২.৩) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম।	মাদকের অভিশাপ থেকে বর্তমান প্রজন্মকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাদকের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী বিভিন্নপ্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।	পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা)	উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রমের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয় ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
	(২.৪) কারাগারসমূহে পরিচালিত মাদক বিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম।	মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে কারাবন্দিদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশে কারাগারসমূহে মাদকবিরোধী বিভিন্নপ্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।	পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা)	কারাগারসমূহে পরিচালিত মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রমের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয় ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
৩. মাদকবিরোধী সভা ও সেমিনার	(৩.১) আয়োজিত সভা ও সেমিনার	মাদকবিরোধী কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে সচেতনতামূলক সভা ও সেমিনার আয়োজন করা হয়।	পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা)	মাদকবিরোধী কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে সচেতনতামূলক সভা ও সেমিনার আয়োজনের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয় ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
৪. মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা ও গোয়েন্দা নজরদারী বৃদ্ধির মাধ্যমে মাদকদ্রব্য সরবরাহ স্পট চিহ্নিত করণ।	(৪.১) পরিচালিত অভিযান।	মাদকবিরোধী কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়।	পরিচালক (অপারেশনস্ ও গোয়েন্দা)	মাদকবিরোধী কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয় ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
	(৪.২) মামলা রুজুকরণ।	মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে ধৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়।	পরিচালক (অপারেশনস্ ও গোয়েন্দা)	মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে ধৃত অপরাধীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী মামলা রুজু করার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয়।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	

	(৪.৩) আটককৃত আসামী।	মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে ধৃত অভিযুক্তদেরকে আইনশৃংখলা বাহিনীর হাতে সোপর্দ করা হয়।	পরিচালক (অপারেশনস্ ও গোয়েন্দা)	মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনাকালে ধৃত অভিযুক্তদেরকে আইনশৃংখলা বাহিনীর হাতে সোপর্দ করার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয় ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
	(৪.৪) মাদকবিরোধী অভিযান মূল্যায়নের জন্য বিভাগে আয়োজিত পরিবীক্ষণ সভা ।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের গুণগতমান পরিবীক্ষণের উদ্দেশ্যে মাসিক এবংত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা করা হয়।	পরিচালক (অপারেশনস্ ও গোয়েন্দা)	পরিবীক্ষণ সভার মাধ্যমে পরিচালিত অভিযানের সত্যতা যাচাই করে রুজুকৃত মামলা, আটককৃত অপরাধী ও জব্দকৃত মালামাল ইত্যাদি তথ্যের ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয় ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
	(৪.৫) মাদক স্পট চিহ্নিতকরণ ।	মাদকবিরোধী কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে মাদক কেনাবেচার সাথে সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য মাদক স্পটসমূহ নিয়মিত নজরদারীর মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয়।	পরিচালক (অপারেশনস্ ও গোয়েন্দা)	মাদকবিরোধী কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে মাদক কেনাবেচার সাথে সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য মাদক স্পটসমূহ নিয়মিত নজরদারীর মাধ্যমে চিহ্নিত করার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয় ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
৫. মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা প্রদান।	(৫.১) মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সরকারি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা প্রদান।	মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সরকারি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করা হয়।	পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)	মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সরকারি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয় ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
	(৫.২) মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা প্রদান।	মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বেসরকারি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করা হয়।	পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)	মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বেসরকারি মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রদান করার সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয় ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	
	(৫.৩) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অধীন সরকারি, নিবন্ধিত বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে সেবা প্রদানকারীদের এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের ইকো ট্রেনিং প্রদান।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত সরকারি/বেসরকারি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ / ডাক্তার/নার্স/ স্বেচ্ছাসেবী/ কাউন্সেলরদেরকে কলম্বো প্ল্যানের আওতায় ইকো ট্রেনিং প্রদান করা হয়।	পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিরাময় কেন্দ্রের মাধ্যমে মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় নিয়োজিত সরকারি/বেসরকারি মনোরোগ বিশেষজ্ঞ/ডাক্তার/নার্স/স্বেচ্ছাসেবী/কাউন্সেলর-দের কলম্বো প্ল্যানের আওতায় ইকো ট্রেনিং প্রদানের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে পরিমাপ করা হয় ।	অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন।	

সংযোজনী-৩

কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যে অন্য মন্ত্রণালয়ের নিকট সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন চাহিদাসমূহঃ

প্রতিষ্ঠানের ধরণ	প্রতিষ্ঠানের নাম	সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচক	উক্ত সংস্থার নিকট অধিদপ্তরের প্রত্যাশিত সহায়তা	প্রত্যাশার যৌক্তিকতা	উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট চাহিদার মাত্রা উল্লেখ করুন	প্রত্যাশা পূরণ না হলে সম্ভাব্য প্রভাব
মন্ত্রণালয়	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	কুটনৈতিক চ্যানেল জোরদারকরণ	পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও মায়ানমারের সাথে প্রয়োজনে কুটনৈতিক চ্যানেলে যোগাযোগ ও তৎপরতা বৃদ্ধি।	মাদক অনুপ্রবেশ রোধে সহায়তা	৯০%	যথাসময়ে নোডাল এজেন্সি পর্যায়ে দ্বিপাক্ষীক আলোচনা সম্ভব নাও হতে পারে।
মন্ত্রণালয়	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	মাদকের কুফল সম্পর্কে প্রচারণা	শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে মাদকের কুফল সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি ও গণসচেতনতায় সহায়তাকরণ।	মাদকের চাহিদা হ্রাস ও প্রতিরোধকরণ	৯০%	শিক্ষার্থীদের মাদকাসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।
মন্ত্রণালয়	তথ্য মন্ত্রণালয়	মাদকের কুফল সম্পর্কে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারণা	জনসাধারণের মাঝে মাদকের কুফল সম্পর্কে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।	মাদকের চাহিদা হ্রাস ও প্রতিরোধে সহায়ক	৯০%	সর্বসাধারণের মাদকাসক্ত হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।